بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৬৭তম বছরে জামা'তের সদস্যদের দেওয়া আর্থিক কুরবানীর উল্লেখ এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৬৮তম নববর্ষের ঘোষণা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৩রা জানুয়ারী, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা আলে ইমরানের ৯৩নং আয়াত তেলাওয়াত করে এর অনুবাদ তুলে ধরে বলেন, 'তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত পুণ্যার্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু খোদা তা'লার পথে খরচ করবে আর যে বস্তুই তোমরা খরচ করো আল্লাহ্ নিশ্চয় সে সম্মন্ধে সম্যক অবহিত'।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন- একজন প্রকৃত মুমিন যিনি সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার পথে চলার সন্ধানে থাকেন, তার উচিত সেই পথগুলো অনুসন্ধান করা যা তাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে সম্পদ ব্যয় করাকে একটি মহান নেকি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই আয়াতে ঠিক সেই বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই সম্পদ যা তোমরা ভালোবাসো, যদি তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর, তবে সেটি একটি বড় নেকি হবে। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি নেকির প্রতিদান দেন, তবে যেহেতু মানুষ সম্পদের প্রতি ভালোবাসা রাখে, তাই এই বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থাকা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা কখনোই প্রকৃত নেকির অবস্থানে পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় জিনিসগুলো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে।"

যদি মহানবী (সা.)-এর যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের তুলনা করা হয়, তাহলে আফসোস হয়। কারণ মানুষের জীবনের চেয়ে প্রিয় কিছু নেই, এবং সেই যুগে জীবনকেই আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করতে হতো। তারা তোমাদের মতোই স্ত্রী ও সন্তান ধারণ করত; জীবনের প্রতি ভালোবাসা সবার ছিল। তবে তারা সর্বদা এই

সুযোগ খুঁজত যে আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারলে আনন্দিত হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে অকেজো বা মূল্যহীন জিনিসগুলো ব্যয় করে কেউ নেকির দাবি করতে পারে না। নেকির পথ সংকীর্ণ। অতএব, এটা মনে রাখো যে তুচ্ছ জিনিস ব্যয় করলে নেকির দরজায় প্রবেশ করা সম্ভব নয়। কারণ স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে: **লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন** অর্থাৎ যতক্ষণ না প্রিয় ও মূল্যবান জিনিস আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে, ততক্ষণ নেকির মর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়।

তিনি (আ.) বলেন, সাহাবীগণ (রা.) কি বিনামূল্যেই এই পদমর্যাদা লাভ করেছেন? জাগতিক উপাধি লাভের জন্য কী পরিমান খরচ করতে হয়, কষ্ট সহ্য করতে হয়। কাজেই, ভেবে দেখো রাযিয়াল্লাহু আনহু (আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট) এই উপাধি কি তারা এমনিতেই লাভ করেছেন? সৌভাগ্যবান সেসব মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোনো কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, কেননা মু'মিন চিরস্থায়ী প্রশান্তি সাময়িক কষ্টের পরেই লাভ করে থাকে'।

তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করা যায় না। সৌভাগ্যবান তারা যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্টের পরোয়া করে না। কারণ এই সাময়িক কষ্টের পরে মুমিন চিরন্তন সুখ ও আরাম লাভ করে। পৃথিবীতে মানুষ সাধারণত সম্পদের প্রতি খুব বেশি ভালোবাসা রাখে। এজন্যই স্বপ্ন ব্যাখ্যার জ্ঞান অনুযায়ী বলা হয়েছে যে, যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে সে তার কলিজা তুলে কারো হাতে দিচ্ছে, তবে এর অর্থ সম্পদ ব্যয় করা।"

আজ জামা'ত আহ্‌মদীয়ার সদস্যরা এই সত্যটি উপলব্ধি করেছেন যে প্রকৃত নেকিতে পৌঁছানোর জন্য সেই সম্পদ ব্যয় করা জরুরি, যা তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এটা অবশ্যই হযরত মসীহ মাওউদের শিক্ষার ফল যে আজও আমরা সেই ত্যাগের মান দেখতে পাই, যা সাহাবাগণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর সাহাবারা সেই আদর্শ ধরে রেখেছেন। এরপর খিলাফতের প্রতিটি যুগে সেই ত্যাগ অব্যাহত রয়েছে, যা আজও আমরা দেখতে পাই।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কৃপণতা ও ঈমান একই অন্তরে থাকতে পারে না... জাতির উচিত সর্বোচ্চ চেষ্টা করা যে এই সিলসিলাহ্‌র সেবা করে। অর্থনৈতিক সেবার ক্ষেত্রেও অবহেলা করা উচিত নয়। মনে রেখো, দুনিয়াতে কোনো সিলসিলাহ্ (জামা'ত) চাঁদা ছাড়া চলতে পারে না...সমস্ত নবীর সময়ে চাঁদা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই আমাদের জামা'তের সদস্যদের এ বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত। যদি প্রত্যেকে বছরে এক পয়সাও দিয়ে দেয়, তা হলে অনেক কিছু করা সম্ভব।"

এই প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর ত্যাগের কিছু ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কতিপয় উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে লিখেছিলেন যে, 'হুযূর, আমি আন্তরিকভাবে নিবেদন করছি যে আমার সমস্ত সম্পদ যদি দ্বীন প্রচারে ব্যয় হয়ে যায়, তবে আমি আমার লক্ষ্য অর্জন করলাম।'

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন ওয়াকফে জাদীদ এবং তাহরিক জাদীদ এর তাহরীক শুরু করেছিলেন, তখন কিছু খুব গরিব মানুষ অল্প অল্প অর্থ প্রদান করেছিলেন। কেউ মুরগি নিয়ে এসেছিলেন, কেউ ডিম নিয়ে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমাদের কাছে যা ছিল, আমরা তা উপস্থাপন করেছি।' এই প্রসঙ্গে, হুযূর আনোয়ার হযরত খলিফা রশীদ উদ্দীন সাহেব (রা.)-এর আর্থিক কুরবানির বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

হুযূর আনোয়ার কতিপয় সাহাবি এবং ধর্মপ্রাণ আহ্‌মদীদের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, "আজও আমরা এমন উদাহরণ বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই। এই আত্মত্যাগের চেতনা আজও আহ্‌মদীদের মধ্যে বিদ্যমান।" এরপর, হুযূর আনোয়ার মার্শাল আইল্যান্ডস, কাজাখস্তান, ক্যামেরুন, নাইজার, গাম্বিয়া, তানজানিয়া, চেক প্রজাতন্ত্রসহ বিভিন্ন দেশের কিছু আন্তরিকতা ও কুরবানির ঘটনাবলী তুলে ধরেন।

হুযূর আনোয়ার বলেন-ভারত থেকে একজন ইন্সপেক্টর সাহেব লিখেছেন, এক বন্ধুর ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার পরিমাণ ছিল চব্বিশ হাজার টাকা এবং বছর শেষ হওয়ার মাত্র অল্প কিছুদিনই অবশিষ্ট ছিল। চাঁদা দেওয়ার সময়সীমা শেষ হতে কয়েকদিন বাকি ছিল, আর তার কাছে কিছু অর্থ ছিল যা অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল। তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে সেই অর্থ চাঁদা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করলেন। পরের দিনই তিনি তার ব্যবসার একটি বিশাল অঙ্কের অর্থ, যা দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল, অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে পেলেন। এভাবে আল্লাহ্ তাকে দেখালেন যে, 'তুমি যদি আমার জন্য তোমার সম্পদের প্রতি ভালোবাসা ছেড়ে দাও এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে ত্যাগ করে জামা'তের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করো, তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

আল্লাহ্ এইভাবেই সাহায্য করেন। জামা'তের যেকোনো খরচ আল্লাহ্‌র সাহায্যে পূরণ হয়। আমাদের সারা বিশ্বের মিশনগুলোর জন্য যে খরচ হয়, তা মূলত ওয়াকফে জাদীদ এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদা থেকে আসে। কারণ, স্থানীয় দেশগুলোর চাঁদার অর্থ স্থানীয় পর্যায়েই খরচ হয়ে যায়। এই আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত খরচ এই চাঁদার মাধ্যমেই পূরণ হয়। আফ্রিকার দেশগুলোতে যেখানে দারিদ্র্যতা রয়েছে, সেখানে মানুষ চাঁদা দেয়, তবে দারিদ্র্যের কারণে সেগুলো থেকে মসজিদ ও মিশন পরিচালনা করার জন্য আরও অর্থ প্রয়োজন হয়। বর্তমানে আফ্রিকায় ৭৯৫৩টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং ৩০৬টি মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। ১৮৬০টি মিশন হাউজ কাজ করছে। চারশো কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ (প্রচারক) এবং দুই হাজারেরও বেশি মোয়াল্লেম কাজ করছেন। একইভাবে কাদিয়ান, সাউথ আমেরিকা এবং দ্বীপ অঞ্চলে এই চাঁদার অর্থ খরচ হয়। এ অর্থ দিয়ে লিটারেচার প্রকাশ এবং বিতরণ করার খরচ মেটানো হয়। আল্লাহ্ তার অনুগ্রহে এসব খরচ পূরণ করে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে বলেছিলেন যে, ধন-সম্পদ আমি তোমাকে দেব এবং আল্লাহ্ স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী সম্পদ দিয়েও যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে এই দান যথাযথ কাজে ব্যবহারের তৌফিক দিক এবং এটি সঠিকভাবে খরচ করার সক্ষমতা দান করুক। যেন এতে কখনো কোনো অনিয়ম না হয়। হুযূর আনোয়ার ওয়াকফে জাদীদের গত বছরের রিপোর্টের উল্লেখ করে বলেন যে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ওয়াকফে জাদীদের ৬৭তম বছর সমাপ্ত হয়েছে। গত বছর বিশ্বব্যাপী জামা'ত আহ্‌মদীয়া আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এক কোটি ছত্রিশ লাখ একাশি হাজার পাউন্ড (প্রায় ১৪ মিলিয়ন) আর্থিক দান করার তৌফিক লাভ করেছে। এই পরিমাণ গত বছরের তুলনায় সাত লাখ ছত্রিশ হাজার পাউন্ড বেশি। এ বছর সর্বমোট এ খাতে চাঁদা প্রদানকারীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৫১ হাজার। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

চাঁদা প্রদানের দিক থেকে প্রথম যুক্তরাজ্য, এরপর কানাডা, এরপর যথাক্রমে জার্মানী, আমেরিকা, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ এবং বেলজিয়াম। হুযূর (আই.) দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এসব আর্থিক কুরবানীকারীর ধন-সম্পদ ও জনবলে অফুরন্ত কল্যাণ দান করেন।

ভারতের শীর্ষ দশ রাজ্যগুলির মধ্যে, কেরালা এক নম্বরে এবং এরপর যথাক্রমে তামিলনাড়ু, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ। শীর্ষ দশ জামা'ত হল কোয়েম্বাটুর,

কাদিয়ান, হায়দ্রাবাদ, কালিকট, মঞ্জেরি, ব্যাঙ্গালোর, মেলাপালয়াম, কলকাতা, কেরং এবং করোলাই।

হুযূর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তা'লা দানকারী ব্যক্তিদের সম্পদ এবং জীবন-যাপনে অসীম বরকত দান করুন। নতুন বছরের প্রেক্ষাপটে বিশেষ দোয়া করার আহ্বান জানিয়ে হুযূর আনোয়ার বলেন, দোয়া করুন যেন ২০২৫ সাল জামা'তের জন্য বরকতময় হয়। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

পাকিস্তানে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো সব রকমের অন্যায় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা যেন দ্রুত এই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন এবং আহ্মদীদের তার নিরাপত্তায় রাখেন। রাবওয়াতেও এই গোষ্ঠীগুলোর দৃষ্টি রয়েছে। আল্লাহ্ যেন রাবওয়ার সুরক্ষা বজায় রাখেন। হুযূর আনোয়ার আরও বলেন, কিছুদিন আগে আমি দরূদ শরিফ এবং কিছু দোয়ার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলাম। একইভাবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, সিরিয়া এবং আফ্রিকার পাশাপাশি অন্যান্য দেশেও আল্লাহ্ যেন আহমদীদের তার নিরাপত্তায় রাখেন। প্রতিটি আহ্মদীর কর্তব্য হলো, এসব বিষয়ে বিশেষভাবে দোয়া করা। নিজেদের দেশ এবং পৃথিবীর সাধারণ পরিস্থিতি, বিশেষ করে যুদ্ধ এবং তার প্রতিক্রিয়ার জন্যও দোয়া করতে হবে। আল্লাহ্ যেন যুদ্ধের মন্দ প্রভাব থেকে প্রতিটি নিরপরাধ এবং নির্যাতিত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন।

এ প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার বলেন, "এই লোকেরা নতুন বছর উপলক্ষে বড় উৎসব উদযাপন করে, কিন্তু তারা শুধু নিজেদের আনন্দের কথা ভাবে। অন্যের কষ্টের প্রতি তাদের কোনো অনুভূতি নেই। ক্ষমতাধর জাতিগুলো গরিব ও নির্যাতিত জাতিগুলোর ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা যেন এই বছর সমস্ত ক্ষমতাধর জাতিগুলোর পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দেন এবং আমরা যেন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এর তৌফিক দান করুন।" (আমীন)

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

3 January 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....P.O.....
Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat